# বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১
**Website:** www.bmeb.gov.bd, **E-mail:** info@bmeb.gov.bd, **Fax:** 58616681, 58617908, 9615576

নং-বামাশিবো/প্রশা/ ২৩৩২৫১০০৩৩৮১/বরগুনা-১১০/২৫৫ তারিখ: ০৫ কার্তিক ১৪৩২ / ২১ অক্টোবর ২০২৫

**বিষয় : অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত পূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে**

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলাধীন দক্ষিণ তালুকের চরদুয়ানী নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসার প্রস্তাবিত ম্যানেজিং কমিটি গঠনে অনিয়ম সহ ভূয়া ভোটারের মাধ্যমে কমিটি গঠন করা হয়েছে মর্মে জনাব নিয়াজ মোর্শেদ অভিযোগ দাখিল করেছেন। (কপি সংযুক্ত)।

এমতাবস্থায় অভিযোগ সংক্রান্ত সার্বিক বিষয়ে নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রিজাইডিং অফিসার ব্যতিরেকে সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ নিম্ন স্বাক্ষরকারী বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক ০১ (এক) পাতা।

২১.১০.২৫
প্রফেসর ছালেহ আহমাদ
রেজিস্ট্রার
ফোন: ৯৬১২৮৫৮
ই-মেইল: rcgistrar@bmcb.gov.bd

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
পাথরঘাটা, বরগুনা।

নং-বামাশিবো/প্রশা/ ২৩৩২৫১০০৩৩৮১/বরগুনা-১১০/ তারিখ: ০৫ কার্তিক ১৪৩২ / ২১ অক্টোবর ২০২৫

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. জেলা প্রশাসক, বরগুনা;
২. জেলা শিক্ষা অফিসার, বরগুনা;
৩. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, পাথরঘাটা, বরগুনা;
৪. সভাপতি, দক্ষিণ তালুকের চরদুয়ানী নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসা, ডাকঘর-চরদুয়ানী, থানা-পাথরঘাটা, বরগুনা;
৫. সুপার/ভারপ্রাপ্ত সুপার, দক্ষিণ তালুকের চরদুয়ানী নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসা, ডাকঘর-চরদুয়ানী, থানা-পাথরঘাটা, বরগুনা;
৬. জনাব নিয়াজ মোর্শেদ, (অভিযোগকারী), গ্রাম: কালিবাড়ী, ডাকঘর: ইমামগঞ্জ, উপজেলা: পাথরঘাটা, জেলা: বরগুনা;
৭. পি ও টু চেয়ারম্যান/ পি এ টু রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
৮. আইন সেল, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
৯. অফিস কপি।

২১/১০/২৫
মোঃ আব্দুর রশিদ
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
ফোন: ৯৬৭৪৮৭৪
ই-মেইল: dradmin@bmcb.gov.bd

বরাবর,

রেজিস্ট্রার

বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড

২, অরফানেজ রোড, বকশীবাজার, ঢাকা-১২১১

বিষয়: কোন ধরনের বিধি না মেনে ও ভুয়া ভোটার দিয়ে অবৈধভাবে গঠিত ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন স্থগিত করণ ও সকল ধরনের দীর্ঘমেয়াদী অনিয়ম, দুর্নীতি নিরসনে ব্যবস্থা গ্রহন প্রসঙ্গে।

জনাব,

যথাযথ সম্মান পূর্বক নিবেদন এই যে, পাথরঘাটা উপজেলার কাঠালতলী ইউনিয়নে অবস্থিত দক্ষিন তালুকের চরদুয়ানী নেছারীয়া দাখিল মাদ্‌রাসাটি আমার দেখে আসা বিগত ৮-১০ বছর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট একটি অসাধু মহল অবহেলিত করে রেখে নানা ভাবে লুটপাট করে আসছে। মাদ্‌রাসার সুপার ইদ্রিস আলম (০১৮৯১৯৩৪৩১৯) ও তথাকথিত প্রতিষ্ঠাতা (রেজুলেশন জালিয়াতীর মাধ্যমে হওয়া) আব্দুর রাজ্জাক মিলে মাদ্‌রাসা উন্নয়নে আসা ছোট খাটো সকল বরাদ্দের বড় অংশ একের পর এক আত্মসাত করে চলছে। সেই সাথে মাদ্‌রাসার নিজস্ব আনুমানিক ২৭৯.৬ শতাংশ কৃষি জমি ব্যক্তিগত ভাবে ভোগ দখল করছে ইদ্রিস আলম ও আব্দুর রাজ্জাক মিলে। জানা যায় গত কয়েক বৎসর আগে সুপার ও প্রতিষ্ঠাতা আব্দুর রাজ্জাক গোপনে কিছু জমি বিক্রয়ও করেছে মাদ্‌রাসা সম্পত্তি থেকে, যাহা সম্পূর্ন আইন বহির্ভূত। শিক্ষা দান নয়। মাদ্‌রাসার সাইনবোর্ড ব্যবহার করে প্রত্যায়ন বানিজ্য, সার্টিফিকেট বানিজ্য, নিয়োগ বানিজ্যই এদের মুল কাজ।

উল্লেখ্য বিগত ২০২৩ সালে ভুয়া ভোটার দিয়ে অবৈধ ভাবে কমিটি গঠন করে ২০২৪ সালে নিয়োগ পরিক্ষার আয়োজন করে একাধিক মানুষের কাছ থেকে সম্ভাব্য ১৫-১৮ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয় এই ইদ্রিস-রাজ্জাক আওয়ামী নিয়োগ বানিজ্য চক্রটি। যাহার একাধিক প্রমান সহ কল রেকর্ড রয়েছে ভুক্তভোগী ও আমার মোবাইল ফোনে। প্রমাণ আছে ০৫-০৩-২০২৩ খ্রি. কমিটি গঠনের সময় অনিয়মের জন্য স্থানীয় অভিভাবক ফারুক মিয়া পাথরঘাটা সহকারী জজ আদালত, বরগুনায় মামলা দেয়। যাহা দেওয়ানী মোকদ্দমা নং ৩৫/২০২৩। বিগত দিনে স্থানীয়রা তাদের অনিয়মের ব্যাপরে কথা বললে সুপার ও প্রতিষ্ঠাতা মিলে মাদ্‌রাসায় থাকা শেখ মুজিব ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি নিজেরা ভেঙ্গে আমাদের একাধিক ব্যক্তিকে পুলিশ দিয়ে হয়রানী করায় এবং আমাকে গ্রেপ্তার করিয়ে সাংবাদিক ডেকে আমাদের বিচার চেয়ে মানববন্ধন করে। সুপার ইদ্রিস আলম ও আব্দুর রাজ্জাক এর সংগবদ্ধ চক্রটির ভয়ে স্থানীয় সচেতন মহল ও মাদ্‌রাসার অধিকাংশ অভিভাবক অনিয়ম দুর্নিতীর বিষয়ে কথা বলতে ভয় পায়। উক্ত অবৈধ কমিটি গঠন ও অবৈধ নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিষয়ে ভুক্তভুগীরা একাধিকবার আইনের আশ্রয় নিলেও তৎকালীন কর্তৃপক্ষকে দুর্নীতি বাজ চক্রটি ম্যানেজ করে ফেলেছিলো বারংবার।

তারই ধারাবাহিকতায় কোন ধরনের বিধি না মেনে ও ভুয়া ভোটার দিয়ে অবৈধভাবে গঠিত ম্যানেজিং কমিটি-২০২৫ খ্রি. গঠন পূর্বক মহোদয়ের বরাবরে অনুমোদনের লক্ষে প্রেরণ করেছেন অসাধু চক্রটি। এমতাবস্থায় নিম্নবর্ণিত অভিযোগ সমূহের তদন্ত পূর্বক আইন ও বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করলাম-

১। প্রতিষ্ঠানের সুপার, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রিজাইডিং অফিসার সাহেব কমিটি গঠনের অদ্য প্রর্যন্ত সকল কার্যক্রম নিজেদের স্বার্থ হাসিল ও আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ গোপনে সম্পন্ন করেছেন। উল্লেখ্য অত্র কমিটি গঠন সংক্রান্ত কোন ধরনের প্রমানাদি মাদ্রাসা নোটিশ বোর্ড বা প্রিজাইডিং অফিসারের কার্যালয়ে বার বার সন্ধান করেও পাওয়া যায়নি। খসড়া/চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নির্বাচনের ঠিক আগ মুহূর্তে কৌশল করে ১মাসের আগের ডেটে শিক্ষকদের স্বাক্ষর গ্রহন করে নামমাত্র শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রকাশ করেছেন। কোন সচেতন অভিভাবক তবে অর্থিক অসচ্ছল এমন ব্যক্তি কোন মাধ্যমে নির্বাচনের বিষয় শুনলেও সদস্য নির্বাচন না করতে পারে সেই লক্ষ্যে ৪০০০/- টাকা সদস্য ফি নির্ধারণ করেছেন। যাহা অত্র অঞ্চলের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়মের সাথে শতভাগ সাংঘর্ষিক। উক্ত বিষয়ের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি করছি।

২। নব গঠিত কমিটি গঠনে প্রস্তাবিত ভোটার তালিকা সঠিক নয়। বিভিন্ন এলাকার হাফেজি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের জন্য নিবন্ধন সনদ কালেকশন ও তৈরী করত: ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে অভিভাবক সদস্য নির্বাচন করেছেন। যারফলে প্রকৃত অভিভাবকগণ ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। প্রকৃত অভিভাবকের ন্যায্য অধিকার বাস্তবায়নের দাবি করছি।

৩। ৫ম শ্রেণিতে নিয়মিত উপস্থিত শিক্ষার্থী একদম না থাকা ও একাধিক ক্লাসে নগণ্য শিক্ষার্থী থাকায় শতাধিক ভুয়া শিক্ষার্থীর নাম দিয়ে ভোটার তালিকা প্রনয়ন করা হয়েছে। অত্র ভুয়া ভোটার তালিকা বাতিল সহ নির্বাচনি সকল কার্যক্রম বেয়াইনি ঘোষণার দাবী।

৪। নব গঠিত প্রস্তাবিত কমিটির মনোনীত সভাপতি প্রতারক প্রতিষ্ঠাতা আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে জনৈক আরিফুল ইসলাম শাহিন ফ্যাসিবাদি সরকারের দোসর এবং সম্প্রতি তিনি রাজনৈতিক ও অনৈতিক কার্যক্রমের ফলে (জিআর নং-১৪৯, তাং ৪ অক্টোবর, ২০২৪, পাথরঘাটা, বরগুনা) জেল-হাজত ভোগ করে এসেছেন ও অভিভাবক সদস্য কবির হোসেন ওয়ার্ড আওয়ামীলিগের সাধারণ সম্পাদক, শিক্ষক সদস্য রাসেল খান ওলামা লীগের সাথে সম্পৃক্ত। অতএব চক্রটির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি করছি।

৫। গত ২৫/০৮/২০২৫ খ্রি. নব গঠিত কমিটির কার্যক্রমের অনিয়মের বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পাথরঘাটা, বরগুনা মহোদয়কে লিখিতভাবে অভিযোগ করি যাহার অনুলিপি প্রেরণ করা হয়েছিল বরগুনা জেলা শিক্ষা অফিসার ও চেয়ারম্যান মহোদয়, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বরাবরে। নির্বাহী অফিসার মহোদয় বিষয়টি উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার তথা অত্র ম্যানেজিং কমিটির প্রিজাইডিং অফিসার জনাব মো: মুনিরুল ইসলাম-কে সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদনে প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। কিন্তু জনাব মুনিরুল ইসলাম ইউএনও মহোদয়ের আদেশ উপেক্ষা করে ২ সপ্তাহের বেশি সময় কালক্ষেপন করে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করে দিয়ে দুষ্ট চক্রকে অপরাধ করার সুযোগ করে দিয়েছেন যাহা তাহার নিজ বক্তব্যেও স্পস্ট। যাহার সুষ্ঠ তদন্ত সাপেক্ষে প্রিজাইডিং অফিসার জনাব মো: মুনিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করছি।

৬। আওয়ামী যুবলীগ নেতার সহযোগীতায় ও গত ৩১-১০-২০২৩ ও ১৯-১২-২০২৩ তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকার দুটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ১৫-১৮ লক্ষ টাকার বিনিময়ে অবৈধভাবে ২জন কর্মচারী নিয়োগ করেছেন, মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের অনিয়মের জন্য ফয়সাল মুন্সি, মোঃ সোহাগ ও হাসান মিয়া নিয়োগ পরিক্ষায় অংশগ্রণ করতে পারেনি। সুষ্ঠ তদন্ত সাপেক্ষে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ ও উক্ত নিয়োগ বাতিলের দাবি করছি।

৭। মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাকালীন কাগজপত্র পর্যালোচনা, প্রথম পর্যায়ের শিক্ষকবৃন্দ ও স্থানীয় সিনিয়র সমাজ সচেতনদের সাক্ষাৎ গ্রহন ও তদন্ত সাপেক্ষে ভুয়া প্রতিষ্ঠাতা আব্দুর রাজ্জাককে প্রতিষ্ঠাতা পদ থেকে অপসারণ ও আইনগত ব্যবস্থার দাবি করছি।

এমতাবস্থায়, বিধি না মেনে ও ভুয়া ভোটার তালিকার মাধ্যমে নব গঠিত ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন বাতিল, ভুয়া প্রতিষ্ঠাতাকে প্রতিষ্ঠাতা পদ থেকে অপসারণ সহ উপরোল্লিখিত ৭টি অভিযোগের বিষয় আইনি প্রকৃয়ায় ব্যবস্থা গ্রহন ও ভবিষ্যতে অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মানউন্নয়নে সকল ধরনের অনিয়ম, দুর্নীতি নিরসনের সার্বিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে জনাবের একান্ত মর্জি হয়।

নিবেদক,

তারিখ- ১৮.০৯.২০২৫ খ্রি.

(নিয়াজ মোর্শেদ)

পিতাঃ আহ্‌সান কবির,

গ্রামঃ কালিবাড়ী, ডাকঘরঃ ইমামগঞ্জ, উপজেলাঃ পাথরঘাটা, জেলাঃ বরগুনা।

মোবাইল নম্বর- ০১৮১৫২২৬০৪৮, ০১৭১৯২২০৫৫২